ঈমান বিধ্বংসী সমকামী ফিতনা

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

জনৈক বিদগ্ধ লেখক

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور

Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700

Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

فتنة ترانس جندر

(باللغة البنغالية)

عالم متمرس

مراجعة

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............

বর্তমান বিশ্বে 'সমকামিতা' একটি ভয়ংকর ফিতনার রূপে আবির্ভূত হয়েছে, যা শুধু ব্যক্তিগত চরিত্রের অবনতি নয়; বরং সামগ্রিকভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও ঈমানের উপর হুমকিস্বরূপ। এ গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতার ভয়াবহতা, হারাম হওয়ার প্রমাণ, কওমে লূতের করুণ পরিণতি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে আধুনিক 'জেন্ডার' তত্ত্ব, এলজিবিটি আন্দোলন, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও এই আন্দোলনের সামাজিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় তুলে ধরা হয়েছে সুস্পষ্ট দলিল ও পরিসংখ্যানসহ।

বইটিতে সমকামীদের চিহ্নিত সিম্বল, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, বাংলাদেশে সমকামীদের কার্যক্রম এবং সমকামিতার বৈধতা লাভের পরিণতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঠককে এই ফিতনার বিরুদ্ধে ঈমান রক্ষার আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি শুধু একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়; বরং সময়োপযোগী এক দাওয়াতি প্রচেষ্টা, যা আমাদের পরিবার, সমাজ ও আগামী প্রজন্মকে ফিতনা থেকে রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	(এক) ইসলামী মূল্যবোধের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	
২	(দুই) কওমে লুতের ঘটনা: গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা	
৩	কওমে লূতের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিল	
৪	গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা	
৫	(তিন) জেন্ডার শব্দটি এখন ডেঞ্জারাস	
৬	(চার) এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ	
৭	(পাঁচ) সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা	
৮	৫.১ ঈমান বিধ্বংসী কুফরী মতবাদ	
৯	৫.২ অনেক পাপের দরজা উন্মুক্তকারী	
১০	(ছয়) এলজিবিটি বা সমকামী সিম্বল (চিহ্ন)	
১১	৬.১ রেইনবো ফ্ল্যাগ বা রংধনু পতাকা	
১২	৬.২ ইউনিকর্ন	
১৩	৬.৩ গে এঞ্জেল	
১৪	৬.৪ সমকামী নারী	
১৫	৬.৫ সমকামী পুরুষ	
১৬	৬.৬ ট্রান্সজেন্ডার	
১৭	(সাত) হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের পার্থক্য	
১৮	(আট) সমকামী বান্ধব পরিভাষা ও শ্লোগান	

১৯	(নয়) দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা	
২০	(দশ) সমকামীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অপরাধ প্রবণতা	
২১	(এগারো) বাংলাদেশে সমকামী কার্যক্রম	
২২	(বারো) সমকামিতার আইনগত বৈধতার ফল	
২৩	ভারত	
২৪	যুক্তরাষ্ট্র	
২৫	শেষ কথা	

(এক)

ইসলামী মূল্যবোধের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. সমকামিতা হারাম।

২. পুরুষের জন্য নারীর ও নারীর জন্য পুরুষের বেশভূষা বা সাজসজ্জা ধারণ করা হারাম।

৩. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করা হারাম।

৪. যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট কোনো হারামকে হালাল মনে করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

➢ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

"তোমরা কাউকে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো।"[১]

➢ ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সব পুরুষকে লা'নত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে (লা'নত করেছেন) যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।"[২]

---

১ তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৫৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৪৬২; বায়হাকী ফিস সুনান (৮/২৩২); ইরওয়া, হাদীস নং ২৩৫০; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৬১।

২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫।

- অভিশপ্ত শয়তান বলে:

﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]

"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।" [সূরা আন-নিসা: ১১৯

- কুরআনুল কারীমে মুশরিকদের একটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে :

﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾ [التوبة: ٢٩]

"তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না।" [সূরা আত-তাওবাহ: ২৯]

- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করে এবং তাতে বিশ্বাস করে—সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।"(৩)

(দুই)

কওমে লুতের ঘটনা: গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٍ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ ٨٣ وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرًاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٨٤﴾ [الاعراف: ٨٠، ٨٤]

৩ মাজমূউল ফাতাওয়া (১১/২৬২)।

“আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি? তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।’ অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৮০-৮৪]

কওমে লূতের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ ছিল:

১. যারা সমকামিতায় লিপ্ত। এরাই ছিল সমাজের বেশির ভাগ মানুষ।

২. যারা সমকামিতায় নিজে লিপ্ত না, কিন্তু সমকামিতাকে সাপোর্ট করত। যেমন লূত ‘আলাইহিস সালামের স্ত্রী।

৩. যারা ছিলেন সমকামিতা বিরোধী। এরা হলেন লূত ‘আলাইহিস সালাম এবং (স্ত্রী ব্যতীত) তার পরিবারের অন্যান্য লোকজন।

আল্লাহ তা‘আলা তৃতীয় প্রকারের লোকদের রক্ষা করেছিলেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা: সমকামী যেমন অভিশপ্ত, সমকামিতার সমর্থকও তেমনই অভিশপ্ত।

(তিন)

জেন্ডার শব্দটি এখন ডেঞ্জারাস

বাংলা 'লিঙ্গ' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে সেক্স (Sex) ও জেন্ডার (Gender)।

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে—

- সেক্স শব্দ দ্বারা শারীরিক লিঙ্গ তথা প্রকৃত লিঙ্গকে বুঝায়। শারীরিক লিঙ্গ দুইটি: নারী ও পুরুষ।
- জেন্ডার শব্দ দ্বারা 'মানসিক লিঙ্গ' নামক অদ্ভুত এক ধারণাকে বুঝায়।
- জেন্ডার ধারণা অনুযায়ী—
- একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে পুরুষ হয়েও সে যদি নিজেকে 'নারী' মনে করে তবে তার জেন্ডার হবে 'নারী'।
- আবার একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে নারী হয়েও সে যদি নিজেকে 'পুরুষ' মনে করে তবে তার জেন্ডার হবে 'পুরুষ'।

ফলে

- একজন জন্মগত বা প্রকৃত পুরুষ জেন্ডার পরিচয় হিসেবে নিজেকে নারী দাবি করে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।
- আবার একজন জন্মগত বা প্রকৃত নারী জেন্ডার পরিচয় হিসেবে নিজেকে পুরুষ দাবি করে অন্য নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এভাবে **'জেন্ডার'** পরিচয় সমকামিতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

'জেন্ডার' এর বাংলা পরিভাষা 'লিঙ্গ' হওয়ায়, জেন্ডারের সাথে সাথে লিঙ্গ শব্দটিও সমকামিতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

'জেন্ডার ডাইভারসিটি' (Gender diversity) বা 'লিঙ্গ বৈচিত্র্য' পরিভাষার দ্বারা 'নারী' ও 'পুরুষ' এর পাশাপাশি 'সমকামী' আচরণকে লিঙ্গ (জেন্ডার) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

'জেন্ডার আইডেন্টিটি' (Gender identity) বা 'লিঙ্গ পরিচয়' পরিভাষার দ্বারা 'নারী' ও 'পুরুষ' পরিচয়ের পাশাপাশি 'সমকামী' আচরণকে 'পরিচয়' হিসেবে বৈধতা প্রদান করা হয়।

'জেন্ডার সমতা' বা 'লিঙ্গ সমতা' পরিভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মতো সমকামীদেরও সমান যৌন স্বাধীনতা অর্থাৎ সমকামিতার অধিকার দিতে হবে। সমকামিতার অধিকার না দিলে সেটাকে বলা হয় **'জেন্ডার বৈষম্য'** বা **'লিঙ্গীয় বৈষম্য'**।

সমকামীদের সমকামিতা চরিতার্থে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হলে সেটাকে বলা হয় **'জেন্ডার ভায়োলেন্স'** (Gender Violence) বা **'লিঙ্গীয় সহিংসতা'**।

(চার)

এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা বিশ্বের দুইটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছ—

১. এলজিবিটি মুভমেন্ট বা সমকামী আন্দোলন

২. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

৪.১ এলজিবিটি মুভমেন্ট

এই আন্দোলনটি LGBT, LGBTQ+, LGBTQI+ ইত্যাদি নামে পরিচিত। সহজভাবে বুঝার জন্য আমরা শুধু LGBT মুভমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি। মূলত এটি একটি সমকামী আন্দোলন।

এই আন্দোলনের সমর্থকরা—

- সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- সমকামী গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরি, সংসদ সবক্ষেত্রে কোটার মাধ্যমে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৪.২ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

এলজিবিটি আন্দোলনের চরমপন্থী একটি ভার্সন হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষ জন্মগতভাবে পুরুষ না নারী সেটা আসল বিষয় নয়; আসল বিষয় হচ্ছে সে নিজেকে কী মনে করে।

- যদি কোনো জন্মগত পুরুষ নিজেকে নারী মনে করে তবে তাকে 'ট্রান্স নারী' বলা হবে এবং সে নারীর সকল সুবিধা ভোগ করবে।
- একইভাবে যদি কোনো জন্মগত নারী নিজেকে পুরুষ মনে করে তবে তাকে 'ট্রান্স পুরুষ' বলা হবে এবং সে পুরুষের সকল সুবিধা ভোগ করবে।

কাজেই 'ট্রান্স' নারী দাবি করে একজন জন্মগত পুরুষ

- পরিবহনে নারী সিটে নারীদের পাশে বসতে পারবে।
- মেয়েদের কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবে।
- নারী হল বা হোস্টেলে নারীদের সাথে থাকতে পারবে।
- নারীদের টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে।
- নারীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
- নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত কোটা ভোগ করতে পারবে।

অন্যদিকে 'ট্রান্স' পুরুষ দাবি করা একজন জন্মগত নারী

- সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অংশ দাবি করতে পারবে।
- পুরুষেদের হলে বা হোস্টেলে পুরুষদের সাথে থাকতে পারবে।

L	G	B	T
লেসবিয়ান	**গে**	**বাইসেক্সুয়াল**	**ট্রান্সজেন্ডার**
নারী সমকামী	**পুরুষ সমকামী**	**উভয় সমকামী**	**রূপান্তরকামী সমকামী**
যে নারী অন্য নারীর দ্বারা নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে।	যে পুরুষ অন্য পুরুষের দ্বারা নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে।	যে নারী/পুরুষ নারী-পুরুষ উভয়ের দ্বারা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে।	**ট্রান্সজেন্ডার নারী:** যে পুরুষ নারীর বেশ ধরে অন্য পুরুষের দ্বারা কাম বাসনা চরিতার্থ করে। **ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ:** যে নারী পুরুষের বেশ ধরে অন্য নারীর দ্বারা কাম-বাসনা চরিতার্থ করে।
সরাসরি সমকামী			**ছদ্মবেশী সমকামী**
এরা লিঙ্গ পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা করে না।			এদের একাংশ অপারেশন ও হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা

	করে। (যদিও সেটা পুরোপুরি সফল হয় না)
এদের অপরাধ: সমকামিতা	**এদের অপরাধ:** ১. ভিন্ন লিঙ্গের বেশধারণ ২. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন ৩. সমকামিতা
আমাদের দেশে এরা প্রকাশ্যে আসতে সাহস পায় না।	এদেশে এরা হিজড়ার ছদ্মবেশে প্রকাশ্যে আসে।

(পাঁচ)

সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা

এলজিবিটি মুভমেন্ট ও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় ফিতনা। কারণ এগুলো —

৫.১ ঈমানবিধ্বংসী কুফরী মতবাদ

- চোর, ডাকাত, সুদখোর, ঘুষখোর, যেনাকার সহ অন্যান্য সকল পাপীই তাদের পাপকে পাপ মনে করে। ফলে তারা গুনাহগার হলেও তাদের কাফের বলা যায় না।
- কিন্তু এলজিবিটি গোষ্ঠী হারাম সমকামিতাকে বৈধ তথা হালাল মনে করে এবং এটা তার অধিকার মনে করে; ফলে হারামকে হালাল মনে করার মতো ঈমান বিধ্বংসী অপরাধে লিপ্ত হয়।

৫.২ অনেক পাপের দরজা উন্মুক্তকারী

- সমকামিতা হচ্ছে একটি নির্লজ্জ পাপ। এই পাপ যখন সমাজে স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয় তখন পশুকামিতা, শিশুকামিতা, অজাচার-সহ অসংখ্য পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

(ছয়)

এলজিবিটি বা সমকামী সিম্বল (চিহ্ন)

৬.১ রেইনবো ফ্ল্যাগ বা রংধনু পতাকা

৮ রঙ

৭ রঙ

৬ রঙ

সমকামীদের অনেক ধরনের পতাকা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হচ্ছে ৬ রঙয়ের রংধনু পতাকা। রঙয়ের সংখ্যা ৬ এর চেয়ে কিছু কম বা বেশি যাই হোক সেটা যদি রংধনুর ইম্প্রেশন দেয় তবে সেটা সমকামী সিম্বল হিসেবে ধরা হয়।

৬.২ ইউনিকর্ন	৬.৩ গে এঞ্জেল
মাথায় এক শিং বিশিষ্ট ঘোড়ার সিম্বল	পাখা বিশিষ্ট পুরুষের সিম্বল

৬.৪	৬.৫	৬.৬
⚢	⚣	⚧
সমকামী নারী	সমকামী পুরুষ	ট্রান্সজেন্ডার

(সাত)

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের পার্থক্য

হিজড়া

- হিজড়া হচ্ছে জন্মগত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী।
- মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে আসল হিজড়াদের সনাক্তকরণ সম্ভব।

ট্রান্সজেন্ডার

ছেলে হয়েও যারা মনে মনে নিজেদের মেয়ে মনে করে বা মেয়ে হয়েও যারা মনে মনে নিজেদের ছেলে মনে করে তাদের ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়।

- ট্রান্সজেন্ডারদের কোনো লিঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নেই। এটা তাদের মানসিক বিষয়।
- ট্রান্সজেন্ডারদের যেহেতু শারীরিক বা লিঙ্গগত কোনো সমস্যা নেই, সেহেতু তাদের মৌখিক দাবি ছাড়া তাদের সনাক্তকরণের কোনো পদ্ধতি নেই।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশে হিজড়াদের সংখ্যা ১২৬২৯ জন[৪]। পুলিশের দাবি অনুযায়ী ঢাকার ৯০ ভাগই নকল হিজড়া[৫], অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার।

(আট)

সমকামী বান্ধব পরিভাষা ও স্লোগান

স্লোগান

কাউকে বাদ দিয়ে নয় (Leave no one behind)

শুনতে সুন্দর লাগলেও এই শ্লোগানের অন্তর্নিহিত দাবি হচ্ছে—সমাকামীদের বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না।

পরিভাষা

অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ:

- এই পরিভাষাটি বর্তমানে সমাজ বা রাষ্ট্র যেকোনো সেক্টরে সমকামীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বশক্তির কাছে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র ততক্ষণ পর্যন্ত ইনক্লুসিভ/অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না যতক্ষণ না সমকামিতাকে অধিকার স্বীকার করে সমকামীদের সেই রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা না হবে।
- ইনক্লুসিভ শিক্ষা, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, ইনক্লুসিভ স্বাস্থ্য, ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেসি, ইসক্লুসিভ ইলেকশন এই পরিভাষাগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমকামী অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিতকরণে ব্যবহৃত হয়।

---

৪ www.bonikbarta.com/bangladesh/dmGr19JnJ6416p4E

৫ www.jugantor.com/capital/646504

ট্রান্সজেন্ডার: আমরা আগেই জেনেছি ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া এক কথা নয়। ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে সেইসব সমকামী যারা সমকামিতা চরিতার্থ করার জন্য ভিন্ন লিঙ্গের বেশভুষা বা সাজসজ্জা ধারণ করে।

থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গ: ট্রান্সজেন্ডার সমকামীদের হিজড়ার আড়ালে লুকানোর জন্য এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দের দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যাবে 'হিজড়া' কিন্তু কার্যত সুবিধা ভোগ করবে ট্রান্সজেন্ডার তথা সমকামী গোষ্ঠী।

অন্যান্য লিঙ্গ: এই শব্দ সমকামী গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

সোজা কথায় নারী-পুরুষ-হিজড়া এর বাইরে লিঙ্গ বা জেন্ডার শব্দ সহযোগে যেই পরিভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন তা সমকামী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণেই ব্যবহৃত হয়।

(নয়)

দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা সমকামিতা বিরোধী। সমকামী ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী এই ধারাটিকে এটম বোমার মতো ভয় করে। যেকোনো মূল্যে এই ধারাটিকে বহাল রাখতে হবে।

(দশ)

সমকামীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অপরাধ প্রবণতা[৬]

স্বাস্থ্য ঝুঁকি

সাধারণের তুলনায় সমকামীদের—

- এইডসের ঝুঁকি ৮৩-১০০ গুণ বেশি
- পায়ুপথের ক্যান্সারের ঝুঁকি ১৭ গুন বেশি
- মাঙ্কিপক্স, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি।

অপরাধ প্রবণতা

- সমকামীদের মধ্যে শিশুকামিতা অনেক বেশি।
- ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (আসলে জন্মগত পুরুষ) মধ্যে যৌন অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি।
- সমকামীদের মাদকসেবী হওয়ার হার বেশি।
- সমকামীবান্ধব পরিবেশেও সমকামীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

---

৬ ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন : সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবণতা*, (ঢাকা, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৫০৪)।

(এগারো)

বাংলাদেশে সমকামী কার্যক্রম[৭]

বাংলাদেশে সমকামী-বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠার মাস্টারমাইন্ড হচ্ছে ব্র্যাক।

একাডেমিক প্ল্যাটফর্ম: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ।

রিসার্চ পার্টনার: আইসিডিডিআর,বি

ফিল্ড পার্টনার: বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

মিডিয়া পার্টনার: প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ঢাকা ট্রিবিউন।

- ১৯৯৭ থেকে কার্যক্রম শুরু করে বন্ধু সোশ্যাল।
- সমকামী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
- ত্রিশটির বেশি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- ২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ড্রপ-ইন-সেন্টারের (সমকামী সার্ভিস সেন্টার) মাধ্যমে ৫০ লাখেরও বেশি কন্ডোম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করেছে সমকামীদের মধ্যে।

---

৭ ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন : সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবণতা*, (ঢাকা, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২৪৭-৫০৩)।

(বারো)

সমকামিতার আইনগত বৈধতার ফল

ভারত:

২০১৪ সালে ভারতে সমকামিতার সমর্থক ছিল ১৫%। ২০১৮ সালে সমকামিতা বৈধ হওয়ার পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭% এবং ২০২৩ সালে বেড়ে ৫৩% এ পৌঁছায়।[৮]

যুক্তরাষ্ট্র:

যুক্তরাষ্ট্রে দেশব্যাপী সমকামিতা বৈধতা পায় ২০০৩ সালে। ফলে Millennials জেনারেশন যাদের জন্ম ১৯৮১-১৯৯৬ এর মধ্যে এদের অধিকাংশ এবং Gen-z যাদের জন্ম ১৯৯৭-২০০৪ এর মধ্যে, তাদের সবাই সমকামী-বান্ধব ইনক্লুসিভ সমাজে বেড়ে ওঠে।

ফলাফল হচ্ছে—

২০২৪ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের

- Gen-z এর প্রায় ২৩% সমকামী পরিচয়ধারী (৫৯% উভকামী সমকামী)।
- Millennials এর প্রায় ১৪% সমকামী পরিচয়ধারী (৫২% উভকামী সমকামী),
- অথচ আগের জেনারেশনগুলোতে এই হার ১.৮%—৩.০%।[৯]

---

৮ ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, *সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন : সমকামিতায় ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং অপরাধ প্রবণতা,* (ঢাকা, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৫৪২)।

৯ https://news.gallup.com/poll/656708/lgbtq-identification–rises.aspx

শেষ কথা

পাঠক! এখন আপনারাই বলুন, যখন জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলো এনজিও এবং তাদের এদেশীয় দোসর ও সাংস্কৃতিক ক্রীতদাসদের মাধ্যমে সমকামিতাকে আমাদের দেশে বৈধতা দানের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তখন আমাদের কি ঘুমিয়ে থাকার সময় আছে?

সমাপ্ত